প্রথম আলো

তারিখ ... 29 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ধার করা শিক্ষক দিয়ে চলছে চারটি বিভাগ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাল চাল ১০

নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ

- আট বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে দৌড়াতে হয় অন্য কলেজে
- আবাসন ও শ্রেণিকক্ষের সংকট প্রকট

তুহিন সাইফুল্লাহ ও মারুফ সামদানী, নড়াইল থেকে ফিরে ●

কলেজটির প্রতিষ্ঠার বয়স ১৩১ বছর। শিক্ষার্থী প্রায় সাড়ে ছয় হাজার, যাঁদের চার হাজারই ছাত্র। কিন্তু তাঁদের থাকার জন্য আছে মাত্র ৪০ আসনের একটি ছাত্রাবাস। স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে একের পর এক নতুন বিষয় চালু করা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকের পদ বাড়েনি। এমনকি পুরোনো কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষকও এখানে নেই; চারটি বিষয়ে তো কোনো শিক্ষকই নেই।

এটি দেশের প্রাচীন কলেজগুলোর একটি নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের খণ্ডিত চিত্র। ২১ জানুয়ারি সরেজমিনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে কলেজের আরও নানা সমস্যার চিত্র পাওয়া গেল।

কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং এস এম সুলতান বেঙ্গল চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অশোক কুমার শীল *প্রথম আলোকে* বলেন, স্থানীয় রাজনীতিকদের উদাসীনতা ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগহীনতার কারণে সমসাময়িক কলেজগুলোর চেয়ে এ কলেজটি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখানে অধ্যক্ষরা আসেন বাইরে থেকে, কিছু দিন চাকরি করে চলে যান। কলেজের সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা থাকে না।

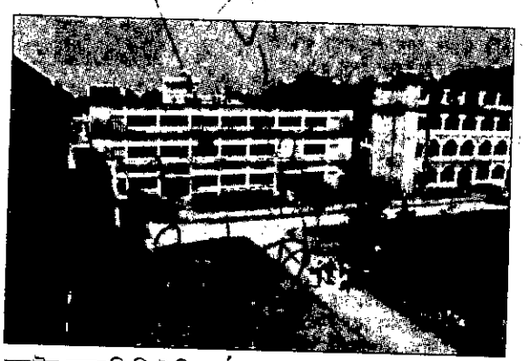

নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের মূল ক্যাম্পাস ● প্রথম আলো

কলেজের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেল, নড়াইলের জমিদার রতন রায় ১৮৫৭ সালে নড়াইল শহরের রূপগঞ্জে চিত্রা নদীর পারে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রানী ভিক্টোরিয়ার নামে বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয় নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট ইংলিশ হাইস্কুল। ১৮৮৬ সালে এফএ (উচ্চমাধ্যমিক) কোর্স চালুর মাধ্যমে হাইস্কুল ও কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮৯০ সালে কলেজ ও বিদ্যালয় পৃথক করা হয়। ১৪ দশমিক ৭২ একর জায়গায় অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও ১২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও চারটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। এ ছাড়া আছে স্নাতক (পাস) কোর্স।

চার বিভাগে শিক্ষক নেই

পুরোনো কাঠামো অনুযায়ী কলেজে শিক্ষকের পদ আছে ৫৮টি। এর মধ্যে ১২টি শূন্য। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ১৪১। বিজ্ঞান বিভাগে প্রদর্শকের সব পদই শূন্য। শিক্ষকেরা বলছেন, দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এ জন্য দ্রুত শিক্ষকের পদ বাড়ানো দরকার।

১৯৮৩ সালে করা প্রশাসনিক সংস্কারসংক্রান্ত এনাম কমিটির সুপারিশ ছিল যেসব বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হবে, সেগুলোর প্রতিটির জন্য কমপক্ষে আটজন ও যেগুলোতে স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

ধার করা শিক্ষক দিয়ে চলছে চারটি বিভাগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

সেগুলোতে ১২ জন করে শিক্ষক থাকতে হবে। কিন্তু এই কলেজে প্রতিটি বিভাগে শিক্ষকের পদ আছে মাত্র চারজন করে। পুরো কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ ছাড়া অধ্যাপকের আর কোনো পদই নেই। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয় উচ্চমাধ্যমিকে পড়ানো হয়। কিন্তু এসব বিষয়ে কোনো শিক্ষক নেই। অন্য কলেজ থেকে ধার করে এনে এসব বিষয় পড়ানো হয়।

কলেজের উপাধ্যক্ষ বরুণ কুমার বিশ্বাস ২১ জানুয়ারি *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষকের পদ বাড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না।

শ্রেণিকক্ষ সংকট

কলেজে শ্রেণিকক্ষ আছে ২৮টি। শিক্ষকেরা বলেন, এখন কমপক্ষে ৭৫টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন। বর্তমানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরে প্রতিটি বিভাগের জন্য শ্রেণিকক্ষ আছে একটি করে। ১৬ ও ৩২টি কম্পিউটারের দুটি আধুনিক ডিজিটাল ল্যাবরেটরি থাকলেও এক বছর ধরে টেকনিশিয়ানের পদ শূন্য। একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার আছে। কিন্তু ২৫ বছর ধরে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। সহশিক্ষা কার্যক্রম বা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করার জন্য কোনো মিলনায়তন নেই। বিজ্ঞানাগারে নেই প্রয়োজনীয় উপকরণ।

স্নাতকের পর দৌড়াতে হয় অন্য কলেজে

স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী তমা খানম বলেন, মাত্র চারটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর থাকায় অন্য আটটি বিষয়ে সম্মান শেষ করে স্নাতকোত্তর পড়তে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজে যেতে হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ মুহম্মদ সামাদ উল্লাহ মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, কলেজে যেসব বিষয়ে সম্মান কোর্স চালু আছে, সেগুলোতে স্নাতকোত্তর খোলার জন্য দুই বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

আবাসন সমস্যা

কয়েকজন শিক্ষক বলেন, কলেজের একমাত্র ছাত্রাবাসে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীরা আবেদন নিয়ে আসেন। কিন্তু আসন খালি না থাকায় তাঁদের জন্য কিছুই করা সম্ভব হয় না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ছাত্রাবাসটির কয়েকজন আবাসিক ছাত্র অভিযোগ করেন, একে তো আসন কম, তার ওপর বহিরাগত ব্যক্তিরা একটি কক্ষ সব সময় দখল করে রাখেন। আবার কখনো কখনো অন্য কক্ষ থেকেও ছাত্রদের বের করে দিয়ে মাদক সেবন করেন। ছাত্রাবাসের টিভিকক্ষও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রীর জন্য রয়েছে ১৫০ আসনের দুটি ছাত্রীনিবাস। এর মধ্যে ভারত সরকারের সহায়তায় ৫০ শয্যার 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ছাত্রীনিবাস' চালু হয়েছে ২০১৫ সালের জুন মাসে। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির শ্বশুরবাড়ি এই নড়াইলে। তাঁর স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জির বিশেষ উদ্যোগে এ ছাত্রীনিবাসটি নির্মাণ করা হয়। আর আগের ছাত্রীনিবাসের আছে ১০০ আসন। ছাত্রীনিবাসের কর্মচারী শওকত হোসেন বলেন, প্রতিদিনই ছাত্রীরা এসে আসন খালি আছে কি না খোঁজ নেন। আসন না পেয়ে পরে অনেকে ভাড়া করা মেসে থাকেন।

সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী আছিয়া খানমের বাড়ি সাতক্ষীরায়। থাকেন পুরোনো ছাত্রীনিবাসে। তিনি বলেন, থাকার সমস্যা দেখে কিছুদিন এক বিছানায় দুজন করে থাকতেন। এভাবে থাকতে খুব কষ্ট হয়। তাই অনেকে মেসে চলে গেছেন। আর মেসে থাকা কয়েকজন ছাত্রী বলেন, কলেজের বাইরে বসবাস করায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়।

আবাসন-সংকটের সঙ্গে যোগ হয়েছে যাতায়াতের সমস্যাও। কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক ছাত্রছাত্রী নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকাসহ আশপাশের জেলা থেকে যাতায়াত করেন। কিন্তু কলেজের বাস নেই। এ কারণে অনেক কষ্টে তাঁদের যাতায়াত করতে হয়।

শিক্ষকদের থাকার কোনো আবাসিক ভবন নেই। একটি ডরমিটরি ছিল, তাও দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত।